



২৬ পৌষ ১৪২৬
১০ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১০ই জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ছয় দফা-এগারো দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করতে বাংলার জনগণ তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জাঙ্গা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করে প্রহসন। বাংলার গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষকে নির্বাচনে গুলি করে হত্যা করে। জাতির চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন ‘...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ২৫-এ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নিভৃত কারাগারে তিনি অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামী হিসেবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। জাতির পিতা ১৯৭২’র ১০ই জানুয়ারি বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। ঐদিন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জাঙ্গার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখী করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙালি জাতি ফিরে পায় জাতির পিতাকে। বাঙালির বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

জাতির পিতা ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধবিক্ষস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ এর মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১০ই অক্টোবর ১৯৭২ বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুর্ডি’ পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধু দেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি’র সদস্য হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং একটি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের এই ঘণ্যতম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, কু্য ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি আর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে কূটনীতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে। মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।



দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। এই সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে। সেই থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১১ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্যসহ প্রতিটি সেঙ্ক্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের 'রোল মডেল'।

আমাদের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার। শিক্ষার হার ৭৩.৯ শতাংশ। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর ৮ মাস হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেটোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক, রেল, নৌ যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।


জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছে, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। আওয়ামী লীগ সরকারের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনা ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলেই এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো আগামী বছর যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ ঐতিহাসিক দিবসে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

26 Poush 1426
10 January 2020

Message

The greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned to independent Bangladesh on the 10th January of 1972 after being freed from captivity in Pakistan's prison. The 10th of January is a historic day of signifying the liberty-struggle of the Bangalee.

Bangladesh Awami League won by the totality of the electoral support in the 1970 elections under the leadership of the Father of the Nation. He had the trust in his peoples' mandate to framing the constitution following the six-point & eleven-point demands. But the Pakistani military junta continued to ceasing the power from the elected representative of the people paying no heed to the public mandate and also continued to stage farces. Aiming at an ultimate target to free the nation, Bangabandhu in his address in front of millions of audience at the then historic Racecourse Maidan on the 7th March in 1971 declared, ".....turn every house into fortress.....The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence". The Pakistani occupation forces launched a brutal killing mission on the innocent Bangalees in the dark of the 25th March in 1971. Bangabandhu proclaimed Independence of Bangladesh in the first hour of the 26th March.

Just after his declaration of independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was arrested and subsequently sent to solitary confinement in Pakistani Jail. He was subjected to inhuman torture in the jail where he had been counting moments for being executed after his death sentence was pronounced in a farcical trial. Even learning that death is imminent, he rejoiced the spirit of the Bangalee nation. He was the spirit of life for the freedom fighters. Under his undisputed leadership, the Bangalee nation achieved the ultimate victory. The defeated Pakistani rulers were compelled to free Bangabandhu. The Father of Nation returned to independent Bangladesh on the 10th of January 1972. While speaking before a mammoth public gathering at the then Racecourse Maidan on the day, he narrated the inhuman torture of the Pakistani military junta meted out on him and in that respect, he also appealed to the United Nations to bring the Pakistani army in custody for committing such a crime of genocide during the liberation war. The Bangalee Nation got back the Father of the Nation. The victory attained fulfillment.

The Father of the Nation, after assuming to the Prime Ministerial responsibility, spared no efforts to rebuild the war-ravaged Bangladesh. On his request, the last member of the Indian Allied Forces left Bangladesh by the 15th of March 1972. On the 10th of October 1972, World Peace Council awarded Julio Curie Peace Prize to Bangabandhu. Bangabandhu signed on the first-ever constitution of Bangladesh on the 14th of December 1972. Responding to his call, many international organizations, including the United Nations and friendly countries quickly recognized Bangladesh. Bangladesh became a member of the OIC in 1974. Within a short period, under the charismatic leadership of Bangabandhu, Bangladesh stood with high head in the world community and only in three and half years turned into a least developed country.

While Bangabandhu had engaged himself in the struggle to build a "Golden Bangladesh" as he dreamed, the anti-liberation forces in collusion with the war criminals assassinated the Father of the Nation along with most of his family members. Through this most abhorrent murdering of the 15th of August 1975, they initiated the politics of killing, coup, and conspiracy and obstructed the process to try the killers of Bangabandhu through promulgating Indemnity Ordinance. They rewarded those killers through recruiting them in the Embassies of Bangladesh as diplomats. They ruined the democracy by declaring Martial Law, distorted the glorious history of our independence, defaced the constitution and choked press freedom. The BNP-Jamat government kept up on the path of their predecessors.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH**

The Awami League, after a long 21 years of struggle and sacrifice, assumed the responsibility of running the government in 1996. Again the Awami League that led the War of Liberation formed a grand alliance, which had won a landslide victory in the 2008 election. This government ensured the franchise of the people by bringing the 15th amendment to the constitution which prohibited usurpation of the state power. Since then, Bangladesh Awami League has been in government for the last three consecutive terms and relentlessly been working for the development of the country and the people. Our government has accomplished immense developments in all sectors, including macro-economy, agriculture, education, health, transport, ICT, infrastructure, power, rural economic development, diplomatic successes during the last eleven years. The people living in the periphery of the country are the beneficiaries of this development. Now, Bangladesh has become one of the top five countries in the world in economic growth, a 'Role Model' for development.

Presently, our GDP growth is 8.15 percent, which is the highest in history. The poverty rate has now declined to 20.5 percent. Our per capita income has risen to US\$1,909 and literacy rate 73.9 percent. The country's 95 percent of people are under electricity coverage. The average life expectancy of the people has jumped to 72 years and 8 months. We are implementing several mega infrastructures development projects such as Padma Bridge, metro-rail, elevated expressways, rail, and waterways across the country. We are the first in the world to start implementing 'Delta Plan-2100'.

Our government is working with adherence to the 'zero-tolerance policy' against militancy, terrorism and drug menace. We have established the rule of law in the country and executed the verdict of the trial of the killers of the Father of the Nation and the trial of the war criminals. We have peacefully resolved the land boundary issue with India. Disputes with India and Myanmar on maritime boundaries have also been resolved. Bangladesh's contribution to the various international forums for establishing global peace has been lauded. We have also joined the elite club of the satellite technology as the 57th nation of the world through launching Bangabandhu Satellite-1. All these have happened due to the visionary development thought of the Awami League government and its proper execution.

Bangladesh and UNESCO will jointly celebrate the birth centenary of Bangabandhu next year. We have been tirelessly working to make Bangladesh a middle-income country by 2021, and a developed-prosperous one by 2041.

On the eve of the golden jubilee of our independence, I would like to call upon all to perform their due responsibility from their respective positions to accelerate the development, uphold democracy and establish good governance frustrating all sorts of conspiracy against democracy and the government being imbued with the spirit of the liberation war.

I pray for eternal peace of the departed soul of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of his Home-Return Day:

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina